আমেরিকার ছোটগল্প

ড. এলহাম হোসেন

সাহিত্যের সৃষ্টিই হয়েছে মানুষের ভেতরের তাগিদ থেকে। মানুষ যখন ভাবে এবং সে ভাবনাটাকে অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চায়, তখনই সে সাহিত্য সৃষ্টি করে। আমেরিকার ছোটগল্পের যাত্রা শুরুর পেছনেও এই প্রণোদনাই কাজ করে। বিংশ শতাব্দীর শুরু ও মাঝামাঝিতে আমেরিকীদের মধ্যে তাদের যুগ, সমাজ, প্রাদেশিকতা, বিশ্বাস-ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যাপারে আত্মসচেতনতা কাজ করে। দাসপ্রথা বিলুপ্তির পর ১৮৭০ এর দশকে আফ্রো-আমেরিকীদের মধ্যে এক ধরনের স্বাধীনতার উন্মাদনা তৈরি হয়। এই উন্মাদনা প্রকাশের সবচেয়ে ভালো মাধ্যম হলো 'রক এন্ড রোল' অর্থাৎ হাত-পা ছুঁড়ে উচ্চস্বরে বাজতে থাকা বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে গান গাওয়া। এই গানই ব্লুজ নামে পরিচিত। এ সময় জ্যাজ মিউজিকেরও উদ্ভব হয়। জ্যাজ মিউজিককে আমেরিকার ক্লাসিক্যাল মিউজিকও বলা হয়। এই ব্লুজ ও জ্যাজ মিউজিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর মধ্যে একটা গল্প বলা হয় সুরে সুরে। জ্যাজকে আমেরিকার স্থানীয় শিল্পরূপ বিবেচনা করা হলেও এর শিকড় কিন্তু প্রোথিত আছে আফ্রিকী সংস্কৃতির মধ্যে। ১৯৫০ এর দশকে আমেরিকায় জ্যাজ মিউজিকের প্রসারের জন্য বেশ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার সাহিত্য বোদ্ধাদের মতে এই জ্যাজ এবং ব্লুজ মিউজিকে যে গল্প বলার প্রচেষ্টা বিদ্যমান, তাই কালক্রমে আমেরিকার ছোটগল্পের প্রাণশক্তির সরবরাহ করেছে।

যেখানে পৃথিবীর অনেক দেশের ছোটগল্পের উৎস সেখানকার কথ্য সাহিত্যের ধারা সেখানে আমেরিকার ছোটগল্পের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট বাস্তবনির্ভর। বিংশ শতাব্দীতেই আমেরিকার ছোটগল্পের অঙ্গসৌষ্ঠব্য অর্জিত হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে আমেরিকায় যখন এর দরকার হয়ে পরে, তখনই এর বিস্তৃতি বা বিকাশ ঘটে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই বিকাশ মাঝপথে তার উদ্যম হারিয়ে ফেলে। আমেরিকার বড় বড় সাহিত্যিক যাঁদের হাত থেকে অনেক মজবুত ও কালজয়ী ছোটগল্প সৃষ্টি হতে পারত, তারা হাত ঘুরিয়ে নেন উপন্যাসের দিকে। আসলে ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর ভার আর ভাষার বা গদ্যের ধার একে পাঠকের কাছে দ্রুত নিয়ে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখা যায় কবির কবিতার নরম কলমও গরম হয়ে ওঠে গদ্যে যখন কবি তাঁর দেশ ও সময়ের প্রয়োজনের সংকট মোকাবেলায় নিপীড়িতদের পক্ষে কলম ধরেন, তখন ক্ষোভ ও রাগের কথা গদ্যে তাঁর অনুকূল পরিবেশ ও আশ্রয় খুঁজে পান। পুঁজিবাদী দেশগুলোর শীর্ষ অবস্থানে থাকা ঝাঁ-চকচকে আরাম-আয়েশের দেশে এ রকম পরিস্থিতি আদৌ তৈরি হয়েছে কিনা এবং হলেও তার প্রতি লেখকের প্রতিক্রিয়া তৃতীয় বিশ্বের লেখকদের মতো আদৌ হবে কিনা- এ রকম বিষয় এই প্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে বিবেচনায় আসতে পারে। কারণ লেখক তো সময়েরই সৃষ্টি। সময়, পরিস্থিতি এবং সেগুলোর প্রতি লেখকের প্রতিক্রিয়া থেকেই তো সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। আমাদের এ অংশে তো এভাবেই সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

আমেরিকার ছোটগল্পের জনপ্রিয়তা বা এর বিকাশের পেছনে অর্থনৈতিক কারণই মূখ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটে। ফলে দক্ষিণের লোকজন দলে দলে উত্তরের দিকে অভিগমন করতে থাকে। জীবন-জীবিকার তাগিদেই মানুষ এক স্থানে আর বেশিদিন বসবাস করতে পারে না। স্বভাবতই জীবনে অস্থিরতা তৈরি হয়। এমতাবস্থায়

স্বল্প পরিসরে স্বল্প পৃষ্ঠায় লেখা ছোটগল্প বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এটি সময়ের প্রয়োজনেই ঘটেছিল। যাত্রাপথে বাস বা ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে যে লেখাটি পড়ে শেষ করা যায়, তা তো পাঠকের ভালো লাগতেই পারে। এই সত্যটি তৎকালীন কিছু পত্রিকার প্রকাশক ও লেখক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ওয়াশিংটন আরভিং ও হারম্যান মেলভিল জার্মানির লেখকদের ছোটগল্পের শরীর ও বিষয়বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হন। আরভিং এর Rip Van Winkle এবং The Legend of Sleepy Hollow ছোটগল্প দুটি বিশ্বসাহিত্যের অমর সৃষ্টি। জোনাথান ওল্ডস্টাইল ছদ্মনামে লেখা শুরু করেছিলেন। আরভিংই প্রথম আমেরিকী ছোটগল্পকার যিনি ইউরোপে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর এই জনপ্রিয়তা হথর্ন, হেনরি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো, হারম্যান মেলভিল, এডগার এলান পোসহ অনেকেকেই উজ্জীবীত করে। এঁরা ছোটগল্প লিখে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বিশ শতকের মাঝামাঝিতে এসে *দ্য স্যাটারডে ইভিনিং পোস্ট*, *দ্য নিউ ইয়র্কার*, *প্লেবয়*, ও *স্কুয়ার*সহ অন্যান্য সাময়িকীপত্র এক্ষেত্রে বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

আরভিং এবং মেলভিলের পথ ধরে ছোটগল্পকে অনেকটা পথ এগিয়ে নেন এডগার অ্যালান পো এবং নেতানিয়েল হথর্ন। উভয়েই তাঁদের ছোটগল্পের সঙ্গে যোগ করেন পরাবাস্তব ও বিমূর্ত বিষয়-আশয়। রচনাশৈলীতেও আনেন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। পো কবি হিসেবেও জনপ্রিয়। ছোটগল্পের মধ্যে শিল্পের নানান কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। বিষয়বস্তুর গায়ে রহস্যের রঙ মাখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পের থমথমে পরিবেশে প্রবেশ করলে পাঠকের গা ভয়ে ছমছম করে। হথর্ন ছোটগল্পের মধ্যে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর ওপর আলোকপাত করলেও এর বিনোদনের দিকটার ওপর বেশ জোর দিয়েছেন। পিউরিটানিজমের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেন। ধর্মীয় গোড়ামী তাঁকে পীড়ন করতে থাকে। তাই ভেতরের তাগিদ থেকেই তিনি তাঁর ছোটগল্পে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। পাঠকও তাঁকে ডার্ক রোমান্টিক নামে অভিহিত করেন।

১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে এসে ছোটগল্পের জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে তখন এর সঙ্গে রুজি-রোজগারের ব্যাপারটা জুড়িয়ে যায়। দেখা গেল, গল্প বিক্রি করে তখন জীবিকাও নির্বাহ করা যায়। ছোটগল্পের পণ্যায়ন বা কমোডিফাইং সময়ের প্রয়োজনেই হয়ে গেল। এমতাবস্থায় উইলিয়াম ফকনার, ফ্ল্যানারী ও কনর, জন শিভার, জন অপডাইক, জে ডি সেলিঞ্জার এবং আরো অনেকেই ছোটগল্প লিখে জীবিকা নির্বাহ করার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেললেন। এমতাবস্থায় ছোটগল্পে নন্দন ও চলমান বাস্তবতার এক সহাবস্থান তৈরি হলো। ডোনাল্ড বার্থেল ও রবার্ট কুভার জোর দিলেন নন্দনের ওপর। এসথেটিক্স বা নন্দনের সহায়তায় এঁরা মানুষের ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষকরণ এবং সংবেদনের বিষয় বিশ্লেষণ করতে উদ্যত হলেন। নন্দনতত্ত্ব এদের কাছে সৌন্দর্যবিদ্যা নয়, এটি সমাজের নানান বিষয় পর্যবেক্ষণের উপায়, জীবনের নানান সংকটের দার্শনিক-উপস্থাপনায় এরা নন্দনকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। অপরদিকে টনি মরিসন এবং জয়েস ওট্স বিষয়বস্তুর অবলোকন ও অনুধাবনের ওপর জোর দেন। এঁরা জীবনাভিজ্ঞতাকে সহজ-সরল ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করেছেন।

যাইহোক, আশি এবং নব্বয়ের দশকে এসে ছোটগল্পের চর্চায় এক নাটকীয় খামতি তৈরি হয়। র‍্যামন্ড কারভার, টোবিয়াস উল্ফ, ববি এন ম্যাসন এবং অন্যান্যদেরকে ছোটগল্প লিখতে দেখা যায়। কিন্তু এটি যেন দীর্ঘ ম্যারাথন দৌড় শুরু করার পূর্বে স্বল্প দূরত্বে দৌড়চর্চা করার মতো। অর্থাৎ উপন্যাস লেখার তালিম নিতে গিয়ে ছোটগল্পের দ্বারস্থ হওয়া আর কি। আবার পাঠকের অনলাইন নির্ভরশীলতা ও ছোটগল্পের বিকাশে একটা প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে বলে মনে হয়। লেখকও গল্প ছাপতে চান না,

কারণ সে কাজে অনেক কিছু যুক্ত, অনেক অর্থের বিনিয়োগ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আবার ছাপাখানাও তো এখন কর্পোরেটদের দখলে। প্রকাশক তো তাদেরই একজন। মুনাফা না আসলে সেখানে বিনিয়োগ করা কেন? এ কারণে এখন ছোটগল্পের অনেকটায় আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে কম্পিউটারের মনিটর। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, ছাপা অক্ষরের পাতার একটা আলাদা শক্তি আছে। পাঠক যখন বইযের পাতায় ছাপা অক্ষর পড়ে তখন প্রতি পাতায় সে একটা নতুন জগতের কল্পচিত্রের সন্ধান পায়। তার ভাবজগতের শ্রী ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ঘটে। এটি কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকলে অর্জন করা সম্ভব নয়। এই যে মনোজগতের ক্ষতি সাধন ঘটছে বা ঘটে চলেছে–এর পুনরুদ্ধার করতে বর্তমানে আমেরিকার ছোটগল্প ব্যর্থ যে হচ্ছে- তা বলাই যায়।